সুর-সাকী

BANGLADARSHAN.COM

কাজী নজরুল ইসলাম

১

ভৈরবী—একতালা

গানগুলি মোর আহত পাখির সম
লুটাইয়া পড়ে তব পায়ে প্রিয়তম॥

বাণ-বেঁধা মোর গানের পাখিরে
তুলে নিও প্রিয় তব বুকে ধীরে,
লভিবে মরণে চরণ তোমার
সুন্দর অনুপম॥

তারা সুরের পাখায় উড়িতেছিল গো নভে,
তব নয়ন-শায়কে বিঁধিলে তাদের কবে।

মৃত্যু-আহত কণ্ঠে তাহার
এ কি এ গানের জাগিল জোয়ার,
মরণ-বিষাদে অমৃতের স্বাদ
আনিলে নিষাদ মম॥

BANGLADARSHAN.COM

২

পিলু–কার্ফা

প্রিয় তুমি কোথায় আজি কত সে দূর।
প্রাণ কাঁদে ব্যথায় বিরহ-বিধুর॥

স্বপন-কুমারী, স্বপনে এসে
মিশাইলে কোন ঘুমের দেশে,
তড়িত-শিখা ক্ষণিক হেসে
লুকালে মেঘে আঁধারি হৃদি-পুর॥

আপনা নিয়ে ছিনু একেলা,
কেন সে কূলে ভিড়ালে ভেলা,
জীবন নিয়ে মরণ-খেলা
খেলিতে কেন আসিলে নিঠুর॥

BANGLADARSHAN.COM

ঊষার গাঙে গাহন করি
দাঁড়ালে নভে রঙের পরি,
প্রেমের অরুণ উদিল যবে
মিশালে নভে, হে লীলা-চতুর॥

ছিনু অচেতন বেদনা পিয়ে
জাগালে সোনার পরশ দিয়ে,
জাগিনু যখন ভেঙেছে স্বপন
প্রিয় তুমি নাই ঝুরিতেছে সুর॥

কাঁদি মোরা একূল ওকূল
মাঝে কহে স্রোত বিরহ বিপুল
নাহি পারাপার, বেদনা-বিথার
কাঁদন-পাথর লুটায় ব্যথাতুর॥

৩

ভীমপলশ্রী—একতালা

বিদায়-সন্ধ্যা আসিল ঐ
ঘনায় নয়নে অন্ধকার
হে প্রিয়, আমার যাত্রা-পথ
অশ্রু-পিছল করো না আর॥

এসেছিনু ভেসে স্রোতের ফুল
তুমি কেন প্রিয় করিলে ভুল
তুলিয়া খোঁপায় পরিয়া তায়
ফেলে দিলে হায় স্রোতে আবার॥

ধরণীর প্রেম কুসুম-প্রায়
ফুটিয়া নিমেষে শুকায়ে যায়,
সে ফুলে যে মালা গাঁথিতে চায়
তার চোখে চির-অশ্রু-ধার॥

BANGLADARSHAN.COM

হেথা কেহ কারো বোঝে না মন,
যারে চাই হেলা হানে সে জন,
যারে পাই সে না হয় আপন
হেথা নাই হৃদি ভালোবাসার॥

তুমি বুঝিবে না কি অভিমান
মিলনের মালা করিল ম্লান,
উড়ে যাই মোর দূর বিমান
সেথা গাবো গান আশে তোমার॥

৪

পিলু-খাম্বাজ—কার্ফা

আজি গানে গানে ঢাকব আমার
গভীর অভিমান।
কাঁটার ঘায়ে কুসুম করে
ফোটাব মোর প্রাণ॥

ভুলতে তোমার অবহেলা
গান গেয়ে মোর কাটবে বেলা,
আঘাত যত হানবে বীণায়
উঠবে তত তান॥

ছিঁড়লে যে ফুল মনের ভুলে
গাঁথব মালা সেই সে ফুলে,
আসবে যখন বন্ধু তোমার
করব তারে দান॥

BANGLADARSHAN.COM

আমার সুরের ঝর্না-তীরে
রচব গানের উর্বশীরে
তুমি সেই সুরেরই ঝর্না-ধারায়
উঠবে করে স্নান॥

কথায় কথায় মিলিয়ে মিল
কবি রে, তোর ভরল কি দিল,
তোর শূন্য হিয়া, শূন্য নিখিল,
মিল পেল না প্রাণ॥

৫

দুর্গা-মান্দ–দাদ্‌রা

কত সে জনম কত সে লোক
পার হয়ে এলে হে প্রিয় মোর।
নিভে গেছে কত তপন চাঁদ
তোমারে খুঁজিয়া হে মনোচোর॥

কত গ্রহে, প্রিয়, কত তারায়
তোমারে খুঁজিয়া ফিরেছি, হায়!
চাহ এ নয়নে, হেরিবে তায়
সে দূর স্মৃতির স্বপন-ঘোর॥

হারাই হারাই ভয় সদাই
বুকে পেয়ে বুক কাঁপে গো তাই,
বারেবারে মালা গাঁথিতে চাই
বারেবারে ছিঁড়ে মিলন-ডোর॥

BANGLADARSHAN.COM

মিলনের ক্ষণ স্বপনপ্রায়
হে প্রিয়, চকিতে মিলায়ে যায়,
শুকাল না মোর আঁখি-পাতায়
চির-অভিশাপ নয়ন-লোর॥

আজো অপূর্ণ কত সে সাধ,
অভিমানী, তাহে সেধো না বাধ!
না মিটিতে সাধ, স্বপন-চাঁদ,
মিলনের নিশি করো না ভোর॥

৬

পিলু–আদ্ধা কাওয়ালি

কে দুয়ারে এলে মোর তরুণ ভিখারি।
কি যাচে ও আঁখি বুঝিতে যে নারি॥
হৃদি প্রাণ মন
বিভব রতন
ডারিনু চরণে, লহ পথ-চারী॥

দুয়ারে মোর নিতি গেয়ে যাও যে গীতি
নিশিদিন বুকে বেঁধে তারি স্মৃতি,
কি দিয়ে ব্যথা নিবারিতে পারি॥

মিলন বিরহ
যা চাও প্রিয় লহ,
দাও ভিখারিনী-বেশ
দাও ব্যথা অসহ,
মোর নয়নে দাও তব নয়ন-বারি॥

BANGLADARSHAN.COM

৭

ভীমপলশ্রী–কাওয়ালি

কত আর এ মন্দির-দ্বার,
হে প্রিয় রাখিব খুলি।
বয়ে যায় যে লগ্নের ক্ষণ
জীবনে ঘনায় গোধূলি॥

নিয়ে যাও বিদায়-আরতি
হলো ম্লান আঁখির জ্যোতি,
ঝরে যায় যে শুষ্ক স্মৃতির
মালিকার কুসুমগুলি॥

কত চন্দন ক্ষয় হলো হায়
কত ধূপ পুড়িল বৃথায়,
নিরাশায় সে পুষ্প কত
ও পায়ে হইল ধুলি॥

BANGLADARSHAN.COM

ও বেদীর তলে কত প্রাণ
হে পাষাণ, নিলে বলিদান!
তবু হায় দিলে না দেখা,
দেবতা, রহিলে ভুলি॥

৮

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ–দাদ্‌রা

কে পাঠালে লিপির দূতী
গোপন লোকের বন্ধু গোপন।
চিনতে নারি হাতের লেখা
মনের লেখা চেনে গো মন॥

গান গেয়ে যাই আপন মনে
সুরের পাখি গহন বনে,
সে সুর বেঁধে কার নয়নে
জানে শুধু তারি নয়ন॥

কে গো তুমি গন্ধ-কুসুম,
গান গেয়ে কি ভেঙেছি ঘুম,
তোমার ব্যথার নিশীথ নিঝুম
হেরে কি মোর গানের স্বপন॥

BANGLADARSHAN.COM

নাই ঠিকানা নাই পরিচয়
কে জানে ও মনে কি ভয়,
গানের কমল ও চরণ ছোঁয়
তাইতে মানি ধন্য জীবন॥

সুরের গোপন বাসর-ঘরে
গানের মালা বদল করে
সকল আঁখির অগোচরে
না দেখাতে মোদের মিলন॥

৯

ভৈরবী–কার্ফা

ফুল ফাগুনের এল মরশুম
বনে বনে লাগল দোল।
কুসুম-শৌখিন দখিন হাওয়ার
চিত্ত গীত-উতরোল॥

অতনুর ঐ বিষ-মাখা শর
নয় ও দোয়েল শ্যামার শিস্,
ফোটা ফুলে উঠল ভরে
কিশোরী বনের নিচোল॥

গুলবাহারের উত্তরী কার
জড়াল তরু-লতায়,
মুহুমুহু ডাকে কুহু
তন্দ্রা-অলস, দ্বার খোল্॥

BANGLADARSHAN.COM

রাঙা ফুলে ফুল্ল-আনন
দোলে কানন-সুন্দরী,
বসন্ত তার এসেছে আজ
বরষ পরে পথ-বিভোল্॥

১০

মালবশ্রী মিশ্র–কার্ফা

আমার নয়নে নয়ন রাখি
পান করিতে চাও কেন অমিয়।
আছে এ আঁখিতে উষ্ণ আঁখিজল
মধুর সুধা নাই পরান-প্রিয়॥

ওগো ও শিল্পী, গলাইয়া মোরে
গড়িতে চাহ কোন মানস-প্রতিমারে,
ওগো ও পূজারী, কেন এ আরতি
জাগাতে পাষাণ-প্রণয়-দেবতারে।
এ দেহ-ভৃঙ্গারে থাকে যদি মদ
ওগো প্রেমাস্পদ, পিও গো পিও॥

BANGLADARSHAN.COM

আমারে করো গুণী, তোমার বীণা,
কাঁদিব সুরে সুরে কণ্ঠ-লীনা,
আমার মুখের মুকুরে কবি
হেরিতে চাই কোন মানসীর ছবি।
চাহ যদি–মোরে করো গো চন্দন
তপ্ত তনু তব শীতল করিও॥

১১

পিলু মিশ্র—লাউনি

নিরালা কানন-পথে কে তুমি চলো একেলা।
দুধারে চরণ-পাতে ফুটায়ে ফুলের মেলা॥

তোমার ঐ কেশের সুবাস ফুলবন করিছে উদাস,
কুসুম ভুলিয়া মলয় ও-কেশে করিছে খেলা॥

লুটায়ে পড়ে ফুলদল পরিবে বলিয়া খোঁপায়,
চলিবে বলি পথতল ফুলেরা পরাগে রাঙায়,
ও-পায়ে আলতা হতে চায় রঙিন্ গোধূলি-বেলা॥

চলিয়া যেও না—বলি লতারা চরণে জড়ায়,
টানিছে কণ্টক-তরু, আঁচল ছাড়িতে না চায়,
আকাশে ইশারায় ডাকে দ্বিতীয়া চাঁদের ভেলা॥

BANGLADARSHAN.COM

১২

পাহাড়ি–দাদরা

এল ফুলের পরশুম
শারাব ঢালো সাকি।
বকুল-শাকে কোকিল ওঠে ডাকি॥

গেয়ে ওঠে বুল্‌বুল্‌ আঙুর-বাগে,
নীল আঁখি লাল হলো রাঙা অনুরাগে,
আজি ফুল-বাসরে শিরাজির জলসা
বরবাদ হবে না কি॥

চাঁপার গেলাস ভরি ভোমরা মধু পিয়ে,
মহুয়া ফুলের বাসে আঁখি আসে ঝিমিয়ে।

পাপিয়া পিয়া পিয়া ডাকে বন-মাঝে,
গোলাপ-কপোল রাঙে গোলাপি লাজে,
হৃদয়-ব্যথার দারু আছে তব কাছে–
রেখো না তাহা ঢাকি॥

BANGLADARSHAN.COM

১৩

ভীমপলশ্রী–কার্ফা

প্রিয় তবে গলে দোলে যে হার কুড়িয়ে পাওয়া,
ও যে হার নহে, হৃদয় মোর হারিয়ে যাওয়া॥

তোমারি মতন যেন কাহার সনে
সেদিন পথে চোখাচোখি হলো গোপনে,
মন চকিতে হরিল যে সেই চকিত চাওয়া॥

ছিল চৈতালি সাঁঝ, তাহে পথ নিরালা,
ছিনু একেলা আমি, চলে একেলা বালা,
বহে ঝিরিঝিরি ধীরি ধীরি চৈতি-হাওয়া॥

চাহিল সে মুখে মোর ঘোমটা তুলে,
তার নয়নে ও ঘটে জল উঠিল দুলে,–
আমি চেয়ে দেখি মোরও আঁখি সলিল-ছাওয়া॥

BANGLADARSHAN.COM

১৪

বাগেশ্রী মিশ্র–কার্ফা

ছলছল নয়নে মোর পানে চেয়ো না।
যাবে যাও, নয়নে জল নিয়ে যেয়ো না॥

থাকে ব্যথা থাক বুকে,
যাও তুমি হাসি মুখে,
আমার চাঁদিনী-রাতি ঘন মেঘ ছেয়ো না॥

রঙিন পিয়ালাতে মম লোনা অশ্রু-জল ঢালি
পানসে করো না নেশা, জীবন ভরা ব্যথা খালি।
ভুলিতে চাহি যে ব্যথা
মনে এনো না সে কথা,
করুণ সুরে আর বিদায়-গীতি গেয়ো না॥

BANGLADARSHAN.COM

১৫

ভৈরব–সেতারখানি

আনো সাকি শিরাজি আনো আঁখি-পিয়ালায়।
অধীর করো মোরে নয়ন-মদিরায়॥

পান্‌সে জোছনাতে-ঝিম হয়ে আসে মন,
শারাব বিনে হেরো গুলবন উচাটন,
মদালস আঁখি কেন ঘোম্‌টা ঢাকা এমন
বিষাদিত নিরালায়॥

তরুণ চোখে আনো অরুণ রাগ-ছোঁওয়া,
আঁখির করুণা তব যাচে ভোরের হাওয়া।

জীবন ভরা কাঁটার জ্বালা
ভুলিতে চাহি শারাব-পিয়ালা
তোমার হাতে ঢালা।
দুলাইয়া দাও মোরে আনন্দের হিন্দোলায়
ভুলাইয়া বেদনায়॥

BANGLADARSHAN.COM

১৬

পিলুমিশ্র–দাদরা

হেনে গেল তীর তিরছ তার চাহনি।
বিঁধিল মরম-মূলে চাহিল যেমনি॥

হৃদয়-বনের নিষাদ নিঠুর,
তনু তার ফুলবন, আঁখি তাহে ফণি॥

শেয়র্:– এল যবে স্বপন-পরি উড়ায়ে আঁচল সোনালি,
ধেয়ান-লোক হতে গো যেন রূপ ধরে এল রূপওয়ালী।

দেহে তার চাঁদিনী-চন্দন মাখা, হায় চাহিল সে যেই
তার চোখের চোখা তীর খেয়ে গেয়ে উঠিল হৃদি এই–
হেনে গেল তীর হেনে গেল তীর,
তিরছ তার চাহনি॥

BANGLADARSHAN.COM

১৭

পিলুমিশ্র–কার্ফা

শেয়র্:– গোলাব ফুলের কাঁটা আছে সে গোলাব শাখায়,
এনেছি তুলে রাঙা গুল পরাতে তোমার খোঁপায়।
কি হবে শুনে সে খবর গোলাব কাঁদিল কি না;
হৃদয় ছিঁড়েছি যাহার, বুঝিবে না গো সে বিনা।

ভুল ভাঙায়ো না আর সাকি, ঢালো শারাব-পিয়ালা।
মতলব কহিব পিছে, নেশা ধরুক চোখে বালা॥

জানি আমি জানে বুলবুল
কেন দলিয়া চলি ফুল,
ভালোবাসি আমি যারে, তারে ততই হানি জ্বালা॥

হাসির যে ফূর্তি ওড়ায় তার চোখের জলের দেনা
হিসাব করিয়া কে দেখে, হায় তুমি বুঝিবে না।
বুকের ক্ষত তাই লুকাই পরি রাঙা ফুলের মালা॥

তিক্ত নহে এ শারাব বিফল মোর জীবনের চেয়ে,
শোনায়ো না নীতি-কথা, শোনাও খুশির গজল গেয়ে,
প্রভাতে টুটিবে নেশা, আসে বিদায়ের পালা॥

BANGLADARSHAN.COM

১৮

ধানী–হোরি

আজি দোল-ফাগুনের দোল লেগেছে
আমের বোলে দোলন-চাঁপায়।
মৌমাছিরা পলাশ ফুলের
গেলাস ভরে মউ পিয়ে যায়॥

শ্যামল তরুর কোলে কোলে
আবির-রাঙা কুসুম দোলে,
দোয়েল শ্যামা লহর তোলে
কৃষ্ণচূড়ার ফুলেল্ শাখায়॥

বন-গোপিনী ফুল ছুঁড়ে ঐ খেলে হোরি দখিন বায়ে,
হলদে পাখি দোদুল দুলে সোনাল্ শাখায় আদুল গায়ে।

BANGLADARSHAN.COM

ভাঁট-ফুলের ঐ নাট-দেউলে,
রঙিন প্রজাপতি দুলে,
মন ছুটে যায় দূর গোকূলে
বৃন্দাবনে প্রেম-যমুনায়॥

১৯

পিলুখাম্বাজ—কার্ফা

হৃদয় কেন চাহে হৃদয়
আমি জানি মন জানে।
জানে নদী কেন যে সে
ছুটে যায় সাগর পানে॥

কেন মেঘ বারি চাহে
জানে চাতক জানে মেঘ,
জানে চকোর দূর গগনের
চাঁদ কেন তারে টানে॥

কুসুম কেন চাহে শিশির
জানে শিশির জানে ফুল,
জানে বুলবুল আছে কাঁটা
তবু যায় গুল-বাগানে॥

BANGLADARSHAN.COM

নয়ন চাহে নয়ন-বারি
মন চাহে মনোব্যথা,
প্রাণ আছে যার সেই জানে
কেন চায় প্রাণে প্রাণে॥

২০

পিলু-কার্ফা

আজ শেফালির গায়ে হলুদ
উলু দেয় পিক পাপিয়া।
প্রথম প্রণয়-ভীরু বালা
লাজে ওঠে কাঁপিয়া॥

বনভূমি বাসর সাজায়
ফুলে পাতার লালে নীলে,
ঝরে শিশির আশিস্-বারি
গগন-ঝারি ছাপিয়া॥

বৃষ্টি-ধোওয়া সবুজ পাতার
শাড়ি করে ঝলমল,
ননদিনী ‘বৌ কথা কও’
ডাকে আড়াল থাকিয়া॥

BANGLADARSHAN.COM

দেখতে এল দিগ্‌বালিকা
শাদা মেঘের রথে ঐ,
শরৎ-শশীর মঙ্গল-দীপ
জ্বলে গগন ব্যাপিয়া॥

অতীত প্রণয়-স্মৃতি স্মরি
কেঁদে যায় আশিন হাওয়া,
উড়ে বেড়ায় রব সে ভ্রমর
কমল-পরাগ মাখিয়া॥

২১

কাফিমিশ্র–কার্ফা

শূন্য আজি গুল্-বাগিচা
যায় কেঁদে দখিন হাওয়া।
রাঙা গুলের বাজার আজি
স্মৃতির কাঁটায় ছাওয়া॥

ধূলি-ঢাকা ফুল-সমাধি
আজি সে গুলিস্তানে
ছিল যথা জলসা খুশির
বুলবুলির গজল গাওয়া॥

শুকনো পাতায় ছেয়েছে আজ
সাকির চরণ-রেখা,
নাহি সেথায় বঁধূর-লাগি
বধুর আসা যাওয়া॥

BANGLADARSHAN.COM

নাহি মিঠা পানির নহর
পড়ে আছে বালুচর,
এ যেন গো হৃদয়ের
ভরা-ডুবির পথ বাওয়া॥

২২

সিন্ধু–কার্ফা

সই ভালো করে বিনোদ বেণী বাঁধিয়া দে।
মোর বঁধু যেন বাঁধা থাকে বিনুনি-ফাঁদে॥

সই চপল পুরুষ সে, তাই কুরুশ-কাঁটায়
রাখিব খোঁপার সাথে বিঁধিয়া লো তায়,
তাহে রেশমি জাল বিছায়ে দে ধরিতে চাঁদে॥

বাঁধিতে সে বাঁধন-হারা বনের হরিণ,
জড়ায়ে দে জরিন ফিতা মোহন ছাঁদে॥

প্রথম প্রণয়-রাগের মতো আলতা রঙে
রাঙায়ে দে চরণ মোর এমনি ঢঙে,
পায়ে ধরে বঁধু যেন আমারে সাধে॥

BANGLADARSHAN.COM

২৩

পাহাড়ি মিশ্র–দাদরা

পায়ে বিঁধেছে কাঁটা সজনী ধরী ধরী চল।
ধীরে ধীরে ধীরে চল।
চলিতে ছলকি যায় ঘটে জল ছলছল॥

একে পথ আঁকাবাঁকা,
তাহে কণ্টক-শাখা
আঁচল ধরে টানে, টলে তনু টলমল॥

ভরা যৌবন-তরী,
তাহে ভরা গাগরি,
বুঝি হয় ভরা-ডুবি, ছি ছি আমার এ কি হলো॥

পথের পাশে ও কে
হাসে ডাগর চোখে,
হাসিবে পথের লোকে সখি সরে যেতে বলো॥

BANGLADARSHAN.COM

২৪

মাঢ়–কার্ফা

ঢলঢল তব নয়ন-কমল
কাজল তোমারেই সাজে।
শোভে তোমারই চাঁদের হাসি
হিঙুল অধর-মাঝে॥

ফিরোজা-রঙ শাড়ি চাঁপা রঙে তব
সেজেছে প্রিয়া কি অভিনব,
সুনীল গগনে গোধূলি রঙ যেন
মিশেছে আসিয়া উষা ও সাঁঝে॥

কোমলে কড়িতে বাজে কাঁকন চুড়ি,
শিথিল আঁচল লয়ে খেলে হাওয়া লুকোচুরি,
উষ্ণ কপোল ছুঁয়ে থল-কমলি
আঁউরে গেল যে লাজে॥

BANGLADARSHAN.COM

২৫

পিলু-মিশ্র–কার্ফা

শেয়্‌র্‌:– তোমার আঁখির কসম সাকি
চাহি না মদ আঙুর পেষা।
তোমার ও-নয়নে নাহি
ধরে গো শারাবের নেশা॥

তব মদালস ঐ আঁখি
সাকি দিল দোলা প্রাণে।
বাদল-হাওয়া এ গুলবাগে
বুলবুল কাঁদে গজল গানে॥

গোলাব ফুলের নেশা
ছিল মোর ফুলেল ফাগুনে,
শুকায়ে গেছে ফুলবন
নাহি গোলাব গুলিস্তানে॥

BANGLADARSHAN.COM

শুনি সাকি তোমার কাছে
ব্যথা ভোলার দারু আছে,
হিয়া কোন অমিয়া যাচে
জানো তুমি, খোদা জানে॥

দুখের পসরা লয়ে
কি হবে কাঁদিয়া বৃথা,
নসিব গিয়াছে যখন,
যাক ঈমান শারাব পানে॥

২৬

পাহাড়ি মিশ্র–রূপক

বিরহের গুলবাগে মোর ভুল করে আজ
ফুটল কি বকুল।
অবেলায় কুঞ্জবীথি মুঞ্জরিতে
এলে কি বুলবুল॥

এলে কি পথ ভুলে মোর আঁধার রাতে
ঘুম-ভাঙানো চাঁদ,
অপরাধ ভুলেছ কি, ভেঙেছ কি
অভিমানের বাঁধ।

প্রদীপ নিভে আসে ইহারি ক্ষীণ আলোকে,
দেখে নিই শেষ দেখা যত সাধ আছে চোখে,
মরণ আজ মধুর হলো পেয়ে তব চরণ রাতুল॥

BANGLADARSHAN.COM

হে চির-সুন্দর মোর বিদায়-সন্ধ্যা মম
রাঙালে রাঙা রঙে উদয়-ঊষার সম
ঝরে পড়ুক তব পায়ে আমার এ জীবন-মুকুল॥

২৭

গৌড়সারং—দাদ্‌রা

ভুলিতে পারিনে তাই আসিয়াছি পথ ভুলি।
ভোলো মোর সে অপরাধ, আজ যে লগ্ন গোধূলি॥

এমনি রঙিন বেলায়
খেলেছি তোমায় আমায়
খুঁজিতে এসেছি তাই
সেই হারানো দিনগুলি॥

তুমি যে গেছ ভুলে ছিল না আমার মনে,
তাই আসিয়াছি তব বেড়া-দেওয়া ফুলবনে।
গেঁথেছি কতই মালা এই বাগানের ফুল তুলি,
আজো হেথা গাহে গান আমার পোষা বুলবুলি॥

BANGLADARSHAN.COM

চাহ মোর মুখে প্রিয়, এসো গো আরো কাছে,
হয়তো সেদিনের স্মৃতি তব নয়নে আছে,
হয়তো সেদিনের মতোই প্রাণ উঠিবে আকুলি॥

২৮

সিন্ধুমিশ্র—কাহারবা

যে ব্যথায় এ অন্তর-তল নিশিদিন
উঠিছে দুলে।
তারি ঢেউ এ সংগীতে মোর মুরছায়
সুরের কূলে॥

ভালোবাস তোমরা যারে
দুদিনে ভোলো গো তারে,
শরতের সজল কালো মেঘ
কেঁদে—যাও নিমেষে ভুলে॥

কঠিন পুরুষের মন
গলিয়া বহে গো যখন,
বহে সে নদীর মতন
চিরদিন পাষাণ-মূলে॥

BANGLADARSHAN.COM

আলোর লাগি জাগে ফুল,
নদী ধায় সাগরে যেমন,
চকোর চায় চাঁদ, চাতক মেঘ,
যারে চায় তারেই চায় এ মন।
নিয়ে যায় সুদূর অমরায়
পূজে তায় বাণী-দেউলে॥

২৯

মাঢ়–রূপক

সখি লো তায় আন ডেকে
যে গান গেয়ে যায় পথ দিয়ে।
সই দিব তারে কণ্ঠহার তার কণ্ঠেরি ঐ সুর নিয়ে॥

কারুর পানে নাহি চায়
সে আপন মনে গেয়ে যায়,
হিয়া কাঁপে সুরের নেশায়,
নয়ন আসে মোর ঝিমিয়ে॥

সখি লো শুধিয়ে আয়
সে শিখিল এ গান কোথায়,
এত মধুর তার গলায়
কাহার অধর-সুধা পিয়ে॥

BANGLADARSHAN.COM

যার গানে এত প্রাণ মাতায়
না জানি কি হয় দেখলে তায়,
তার সুর শুনে কেউ প্রাণ পায়
কেউ ফেলে লো প্রাণ হারিয়ে॥

৩০

বাগেশ্রী–লাউনি

হারানো হিয়ার নিকুঞ্জপথে
কুড়াই ঝরা ফুল একেলা আমি।
তুমি কেন হায় আসিলে হেথায়
সুখের স্বরগ হইতে নামি॥

চারিপাশে মোর উড়িছে কেবল
শুকানো পাতা মলিন ফুলদল,
বৃথাই সেথা হায় তব আঁখি-জল
ছিটাও অবিরল দিবস-যামী॥

এলে অবেলায় পথিক বেভুল
বিঁধিছে কাঁটা নাহি যবে ফুল,
কি দিয়া বরণ করি ও-চরণ
নিভিছে জীবন, জীবন-স্বামী॥

BANGLADARSHAN.COM

৩১

ভৈরবী–কার্ফা

ডেকে ডেকে কেন সখি ভাঙালি ঘুমের ঘোর।
স্বপনে মোর এসেছিল স্বপন-কুমার মনোচোর॥

সে যেন লো পাশে বসে কহিল হেসে হেসে,
যাব না আর পরদেশে, মোছো মোছো আঁখি-লোর॥

দেখাল তার হৃদয় খুলি, কহিল, হেরো প্রিয়ে
তোমার অধিক ব্যথা হেথায় তোমারে ব্যথা দিয়ে।

হেরিনু–মোর হিয়ার চেয়ে অধিক ক্ষত তার হৃদয়,
সে হৃদয়ে আমার ছবি সকল হিয়া আমি-ময়।
তাহার জীবন-মালার মাঝে আমি যেন সোনার ডোর॥

কহিনু–বুঝেছি সখা তোমার দুখ দেওয়ার ছল,
ভালোবাসার ফুল না শুকায়, তাই চাহ মোর চোখের জল।

BANGLADARSHAN.COM

কাছে পেয়ে ভুলি যদি করি যদি অনাদর,
তাই গেছিলে পর-বাসে, চির-আপন হয় কি পর।
জেগে দেখি কেঁদে কেঁদে ভিজেছে বুকের আঁচোর॥

৩২

পিলু-ভৈরবী—কার্ফা

ঐ ঘর-ভুলানো সুরে
কে গান গেয়ে যায় দূরে।
তার সুরের সাথে সাথে
মোর মন যেতে চায় উড়ে॥

তার সহজ গলার তানে
সে ফুল ফুটাতে জানে,
তার সুরে ভাটির টানে
নব জোয়ার আসে ঘুরে॥

তার সুরের অনুরাগে
বুকে প্রণয়-বেদন জাগে,
বনে ফুলের আগুন লাগে
ফুল সুধায় ওঠে পুরে॥

BANGLADARSHAN.COM

বুঝি সুর-সোহাগে ওরি
পায় যৌবন কিশোরী,
হিয়া বুঁদ হয়ে গো নেশায়
তার পায়ে পায়ে ঘুরে॥

৩৩

বেহাগ-মিশ্র—দাদ্‌রা

আকুল হলি কেন বকুল বনের পাখি।
দেখেছিস্ তুইও নাকি প্রিয়ার ডাগর আঁখি॥
মধু ও বিষ মেশা
সেই সে আঁখির নেশা
তোরে করেছে পাগল, তাই কি এত ডাকাডাকি॥

চোখে পড়িলে বালি জ্বালাতে জ্বলিয়া মরি,
চোখে যাহার পড়েছে চোখ সে বাঁচে কেমন করি।
ফিরাই আঁখি যেদিক পানে
তারি আঁখি মনে আনে,
বলিস পাখি দেখা হলে প্রাণ শুধু আছে বাকি॥

BANGLADARSHAN.COM

৩৪

বেহাগ–কাওয়ালি

আনমনে জল নিতে ভাসিল গাগরি।
সাঁতার জানি না, আনি কলস কেমন করি॥

জানি না, বলিব কি, শুধাবে যবে ননদী
কাহার কথা ভাবে পোড়া মন নিরবধি,
গাগরি না ভাসিয়া ভাসিতাম আমি যদি–
কি বলিব কেন মোর ভিজিল গো বাগরী॥

একেলা কুলবধূ, পথ বিজন, নদীর বাঁকে,
ডাকিল বৌ-কথা-কও কেন হলুদ-চাঁপার শাখে,
বিদেশে শ্যাম আমার পড়ল মনে সেই সে ডাকে,
ঠাঁই দে যমুনে, বুকে, আমি ডুবিয়া মরি॥

BANGLADARSHAN.COM

৩৫

ধানী–হোরি

আয় গোপিনী খেলবি হোরি
ফাগের রাঙা পিচকারিতে।
আজ শ্যামে লো করব ঘায়েল
আবির হাসির টিটকারিতে॥

রঙে রাঙা হয়ে শ্যাম আজ
হবে যেন রাই কিশোরী,
যমুনা-জল লাল হবে আজ
আবির ফাগের রঙে ভরি।
কপালের কলঙ্ক মোদের
ধুয়ে যাবে রঙ ঝারিতে॥

BANGLADARSHAN.COM

গুরুজনের গঞ্জনা আজ
সইব না লো মানব না লাজ,
কুল ভুলে গোকুল পানে
ভেসে যাব রাঙা গীতে॥

৩৬

সারঙ্‌মিশ্র–কার্ফা

চাঁপা রঙের শাড়ি আমার
যমুনা-নীর ভরণে গেল ভিজে।
ভয়ে মরি আমি, ঘরে ননদী,
কহিব শুধাইলে কি যে॥

ছি ছি হরি একি খেলো লুকোচুরি,
একলা পথে পেয়ে করো খুনসুড়ি,
রোধিতে তব কর ভাঙিল চুরি,
ছলকি গেল কলসি যে॥

ডাঁশা কদম্ব দিবে বলি হরি,
ডাকিল তরু-তলে কেন ছল করি,
কাঁচা বয়সী পাইয়া কিশোরী
মজাইলে, মজিলে নিজে॥

BANGLADARSHAN.COM

৩৭

পিলু–হোরি

শ্যামের সাথে
চল সখি খেলি সবে হোরি।
রঙ নে রঙ দে মদির আনন্দে
আয় লো বৃন্দাবনী গোরী।
আয় চপল যৌবন-মদে মাতি
অল্প-বয়সী কিশোরী॥

রঙ্গিলা গালে তাম্বুল-রাঙা ঠোঁটে
হিঙ্গুল রঙ লহ ভরি;
ভুরু-ভঙ্গিমা সাথে রঙ্গিম হাসি
পড়ুক মুহুমুহু ঝরি॥

BANGLADARSHAN.COM

৩৮

কাফি–হোরি

আজকে দোলের হিন্দোলায়
আয় তোরা কে দিবি দোল।
ডাক দিয়ে যায় দ্বারে ঐ
হেনার কুঁড়ি আমের বৌল॥

আগুন-রাঙা ফুলে ফাগুন লালে-লাল,
কৃষ্ণ-চূড়ার পাশে রঙন অশোক গালে-গাল,
লোল হয়ে পড়িল ঐ রাতের জোছনা-আঁচল॥

হতাশ পথিক পথ-বিভোল,
ভোল আজি বেদনা ভোল্,
টোল খেয়ে যাক নীল আকাশ
শুনে তোদের হাসির রোল,
দ্বার খুলে দেখ–ফুলেল রাত
ফুলে ফুলে ডামাডোল॥

BANGLADARSHAN.COM

৩৯

সিন্ধু-ভৈরবী–কার্ফা

চাঁদিনী রাতে কানন-সভাতে
আপন হাতে গাঁথিলে মালা।
সয়েছি বুকে নিবিড় সুখে
তোমার হাতের সূচির জ্বালা॥

আজিও জাগে লোহিত রাগে
রঙন গোলাবে তাহারি ব্যথা,
তব ও-গলে দুলিব বলে
দিয়াছি কুলে কলঙ্ক কালা॥

যদি ও-গলে নেবে না তুলে
কেন বধিলে ফুলের পরান,
অভিমানে হায় মালা যে শুকায়
ঝরে ঝরে যায় লাজে নিরালা॥

BANGLADARSHAN.COM

৪০

জৌনপুরী–দাদ্‌রা

একেলা গোরী জলকে চলে গঙ্গাতীর।
অঙ্গে দুলিয়া পড়ে লালসে অলস সমীর॥

কাঁকনে কলসে বাজে
কত কথা পথ মাঝে,
আঁচল চুমিছে শিশির॥

তটিনীতে চলে কি গো
সোনার বরণ মায়া-মৃগ,
নয়নে আবেশ মদির।
রাঙা ঊষার রাঙা সতিন,
পথ-ভোলা ছন্দ কবির॥

BANGLADARSHAN.COM

৪১

পাহাড়ি-মিশ্র–কার্ফা

পিয়া গেছে কবে পরদেশ
পিউ কাঁহা ডাকে পাপিয়া।
দোয়েল শ্যামার শিসে তারি
হুতাশ উঠিছে ছাপিয়া॥

পাতার আড়ালে মুখ ঢাকি
মুহু মুহু কুহু ওঠে ডাকি,
বাজে ধ্বনি তারি উহু উহু
বিরহি পরান ব্যাপিয়া॥

‘বৌ কথা কও’ পাখি ডাকে,
কেন মনে পড়ে যায় তাকে,
কথা কও বউ ডাকিত সে
নিশীথ উঠিত কাঁপিয়া॥

BANGLADARSHAN.COM

৪২

আশাবরী—আদ্ধা কাওয়ালি

সখি ঐ শোনো বাঁশি বাজে।
মন লাগে না গৃহ-কাজে॥

কত সুরে কত ছলে
বাঁশিতে সে কথা বলে,
মোর মন প্রাণ ছুটে চলে
যথা বাঁশি বাজে বন মাঝে॥

এপারে ঘরে ননদী,
ওপারে যমুনা নদী,
কেঁদে মরি নিরবধি
যাইতে পারি না লাজে॥

BANGLADARSHAN.COM

সখি কেন সে বাঁশিতে সাধে
নিশিদিন রাধে রাধে,
প্রাণ গুমরি গুমরি কাঁদে
হৃদে এনে দে রাখাল-রাজে॥

৪৩

সাহানা—একতালা

বিরহের নিশি কিছুতে আর
চাহে না পোহাতে ওগো প্রিয়।
জাগরণে দেখা দিলে না নাথ
স্বপনে আসিয়া দেখা দিও॥

হেরিব কবে সে মোহন রূপ,
শুকায়েছে মালা, পুড়েছে ধূপ,
নিভে যদি যায় জীবন-দীপ
তুমি এসে নাথ নিভাইও॥

তব আশা-পথ চাহি বৃথায়
দিবস মাস বরষ যায়,
এ জনমে যদি ভুলিলে হায়
পরজনমে না ভুলিও॥

BANGLADARSHAN.COM

৪৪

আশা–কার্ফা

ঢের কেঁদেছি ঢের সেধেছি
আর পারিনে, যেতে দে তায়।
গলল না যে চোখের জলে
গলবে কি সে মুখের কথায়॥

যে চলে যায় হৃদয় দলে
নাই কিছু তার হৃদয় বলে,
তারে মিছে অভিমানের ছলে
ডাকতে আরো বাজে ব্যথায়॥

বঁধুর চলে যাওয়ার পরে
কাঁদব লো তার পথে পড়ে,
তার চরণ-রেখা বুকে ধরে
শেষ করিব জীবন সেথায়॥

BANGLADARSHAN.COM

৪৫

পাহাড়ি-মাঢ়–কার্ফা

সে চলে গেছে বলে কি গো
স্মৃতিও তার যায় ভোলা। (হায়)
মনে হলে তার কথা
আজো মর্মে যে মোর দেয় দোলা॥

ঐ প্রতিটি ধূলি-কণায়
আছে তার ছোঁওয়া লেগে হেথায়,
আজো তাহারি আসার আশায়
রাখি মোর ঘরের সব দ্বার খোলা॥

হেথা সে এসেছিল যবে
ঘর ভরেছিল ফুল-উৎসবে,
মোর কাজ ছিল শুধু ভবে
তার হার গাঁথা আর ফুল তোলা॥

সে নাই বলে বেশি করে
শুধু তার কথাই মনে পড়ে,
হেরি তার ছবি ভুবন ভরে
তারে ভুলিতে মিছে বলা॥

BANGLADARSHAN.COM

৪৬

পিলুমিশ্রব–কার্ফা

এ জনমে মোদের মিলন
হবে না আর, জানি জানি।
মাঝে সাগর, এপার ওপার
করি মোরা কানাকানি॥

দুজনে দুকূলে থাকি
কাঁদি মোরা চখা-চখি,
বিরহের রাত পোহায় না আর
বুকে শুকায় বুকের বাণী॥

মোদের পূজা আরতি হায়
চোখের জলে, গহন ব্যথায়,
মোদের বুকে বাণী বাজায়
বেদনারি বীণাপাণি॥

BANGLADARSHAN.COM

হেথায় মিলন-রাতের মালা ম্লান হয়ে যায় প্রভাতবেলা,
সকালে যার তরে কাঁদি, বিকালে তায় হেলাফেলা।
মোদের এ প্রেম-ফুল না শুকায়
নিঠুর হাতের কঠোর ছোঁওয়ায়,
ব্যথার মাঝে চির-অমর মোদের মিলন-কুসুমদানী॥

৪৭

মাঢ়–পাঞ্জাবি ঠেকা

হায় স্মরণে আসে গো অতীত কথা।
নয়নে জল ভরে তাই হৃদয় করে ব্যথা।
মুখ তার রহি রহি পড়ে মোর মনে॥

তার স্মৃতি ভুলিতে চাহি যতই
সখি মনে পড়ে তারে ততই,
সে কাঁদায় সখি মোরে ঘুমে জাগরণে॥

তার সাথে গেছে প্রাণ, দেহ আছে পড়ে,
বাঁচার অধিক আমি সখি গো আছি মরে॥

নাহি ফুল, আছে কাঁটার স্মৃতি,
নাহি আর সে চাঁদিনী তিথি,
নাহি আর সুখ শান্তি সখি এ জীবনে॥

BANGLADARSHAN.COM

ভাটিয়ালি–কার্ফা

নদী এই মিনতি তোমার কাছে।
ভাসিয়ে নিয়ে যাও আমারে যে দেশে মোর বন্ধু আছে॥

নদী তোমার জলের পথ ধরে সে চলে গেল একা,
আমি সেই হতে তার পথ চেয়ে রই, পেলাম না আর দেখা,
ধুলার এ পথ নয় যে বন্ধু থাক্‌বে চরণ-রেখা।
আমি মীন হয়ে রহিব জলে, ছুটব ঢেউ-এর পাছে।

আমি ডুবে যদি মরি, তোমার নয় সে অপরাধ,
কূলে থেকে পাইনে খুঁকে, তাই জেগেছে সাধ
আমি দেখব ডুবে তোমার জলে আছি কি মোর চাঁদ,
বড় জ্বালা বুকে রে নদী টেনে লহ কাছে।
নদী, অভাগা এই যাচে॥

BANGLADARSHAN.COM

৪৯

ভাটিয়ালি–কার্ফা

ও কূল-ভাঙা নদী রে
আমার চোখের জল এনেছি মিশাতে তোর নীরে॥

যে লোনাজলের সিন্ধুতে নদী নিতি তব আনাগোনা,
মোর চোখের জল লাগবে না ভাই তার চেয়ে বেশি লোনা,
আমায় কাঁদতে দেখে আসবিনে তুই উজান বেয়ে ফিরে॥

আমার মন বোঝে না নদী,
তাই বারে বারে আসি ফিরে তোর কাছে নিরবধি৷
তোর অতল তলে ডুবিতে চাই, তুই ঠেলে দিস তীরে॥

তোর জোয়ারে সাগর ঠেলে ফেলে দেয়, তবু ভাটির স্রোতে
তুই ফিরে ফিরে যাস রে নদী সেই সাগরের পথে,
নদী তেমনি অবুঝ আমারো মন তোরই পিছে ফিরে॥

BANGLADARSHAN.COM

৫০

ভাটিয়ালি–কার্ফা

কুঁচ-বরণ কন্যা রে তার মেঘ-বরণ বেশ।
আমায় লয়ে যাও রে নদী সেই সে কন্যার দেশ॥

পরনে তার মেঘ-ডম্বরু উদয়-তারার শাড়ি,
রূপ নিয়ে তার চাঁদ-সুরুযে করে কাড়াকাড়ি,
আমি তারি লাগি বিবাগী ভাই,
আমার চির-পথিক বেশ॥

পিছলে পড়ে চাঁদের কিরণ নিটোল তারি গায়ে,
সন্ধ্যা সকাল আসে তারি আলতা হতে পায়ে।

সে রয় না ঘরে, ঘুরে বেড়ায় ময়নামতীর চরে,
তারে দেখলে মরা বেঁচে ওঠে, জ্যান্ত মানুষ মরে,
তোর জল-তরঙ্গ বাজে রে তার সোনার চুড়ির রেশ॥

BANGLADARSHAN.COM

৫১

জৌনপুরী মিশ্র–দাদ্‌রা

এসো মা ভারত-জননী আবার
জগৎ-তারিণী সাজে।
রাজরানি মার ভিখারিনী বেশ
দেখে প্রাণে বড় বাজে॥

শিশু-জগতেরে মায়ের মতন
তুমি মা প্রথম করিলে পালন,
আজ মা তোরি সন্তানগণ
কাঁদিছে দৈন্য লাজে॥

আঁধার বিশ্বে তুমি কল্যাণী
জ্বালিলে প্রথম জ্ঞান-দীপ আনি,
হইলে বিশ্ব-নন্দিতা রানি
নিখিল নর-সমাজে॥

BANGLADARSHAN.COM

দেখা মা পুন সে অতীত মহিমা,
মুছে দে ভীরুতা গ্লানির কালিমা,
রাঙায়ে আবার দশদিক-সীমা
দাঁড়া মা বিশ্ব-মাঝে॥

৫২

গৌরসারং—একতালা

দুঃখ-সাগর মন্থন শেষ
ভারত-লক্ষ্মী আয় মা আয়।
কবে সে ডুবিলি অতল পাথারে
উঠিলি না আর হায় মা হায়॥

মন্থনে শুধু উঠে হলাহল,
শিব নাই, পান করে কে গরল,
অমৃত-ভাণ্ড লয়ে আয় মা গো
জ্বলিয়া মরি বিষের জ্বালায়॥

হরিৎ-ক্ষেত্রে সোনার শস্যে
দুলে নাকো আর তোর আঁচল,
শুকায়েছে মা গো মায়ের স্তন্য
গভীর দুগ্ধ নদীর জল॥

BANGLADARSHAN.COM

চাহি না মোক্ষ, চাই মা বাঁচিতে
অক্ষয় আয়ু লয়ে ধরণীতে,
চাই প্রাণ, চাই ক্ষুধায় অন্ন
মুক্ত আলোকে মুক্ত বায়॥

৫৩

খাম্বাজ মিশ্র–কার্ফা

বাজায়ে কাঁচের চুড়ি
পরানে দোল দিয়ে কে যায়।
কাঁকনে চুড়িতে বাজে সুর মধুর আওয়াজ,
নাচনের লাগল ছোঁয়াচ এ তনুর কাচ-মহলায়॥

আঁচলে বাঁধা তার কোন বীণ,
রিনিঝিন বাজে চাবির রিং,
কারে রাখি কারে শুনি,
চলে যায় সে যে চপল পায়॥

চরণ-কমল ধরি নূপুর মিনতি করে,
ভ্রমর সম গুঞ্জরি চরণ ঘেরি গুঞ্জরে।

BANGLADARSHAN.COM

কারে দেখি কারে শুনি–
চলনের দোলন-গতি, না তাহার নূপুর-ধ্বনি,
হিয়া মোর পথে তার লুটায়
চরণ-পরশ আশায়॥

৫৪

ভৈরবী–কার্ফা

মন কার কথা ভেবে এমন উদাস করে।
দেখেছি ভোর বেলাতে স্বপ্নে কারে
জেগে তায় মনে নাহি পড়ে।
কবে সে ভোর-বেলাতে
গেছিলাম ফুল কুড়াতে,
পথে কার নয়ন-ফণী দংশিল বুকের 'পরে!
আজি কি সেই চাহনির বিষের জ্বালা
উঠিল ব্যথায় ভরে॥

মনে করিতে তারে শিহরি উঠি ভয়ে,
ভুলিতে গেলে আরো ব্যথা বাজে হৃদয়ে,
এমনি করে কি গো বন-মৃগ
মরুতে ছুটে মরে॥

BANGLADARSHAN.COM

৫৫

কীর্তন

আমি কেন হেরিলাম নবঘনশ্যাম
কালারে কালো কালিন্দী-কূলে।
সে যে বাঁশরীর তানে সকরুণ গানে
ডাকিল প্রেম-কদম্ব-মূলে।
তার সাগর-অতল ডাগর আঁখির কূলে
সে কি ঢেউ উঠিল দূলে॥

সখি সে কি সকরুণ আঁখি লো
ভয় অনুরাগ-মাখামাখি লো,
তার অশ্রু-সজল আঁখি ছলছল
দূর মেঘপানে ডাকিল॥

BANGLADARSHAN.COM

কেন কলস ভরিতে গেনু যমুনা-তীরে,
মোর কলসির সাথে গেল ভাসি লাজ-কুল-মান আকুল নীরে।
কলসির জল মোর নয়নে ভরিয়া সই আসিনু ফিরে॥

সখি লো, তোদের সে রাই নাই,
তোদের গোকুলের রাই গোকুলে নাই,
এ-কুলে নাই ও-কুলে নাই।
গোকুলের রাই গোকুলে নাই।

সে যে হারাইয়া গেছে শ্যামের রূপে লো
নবীন নীরদে বিজলি-প্রায়।
সে রবি শশী সম ডুবিয়া গেছে লো
সুনীল রূপের গগন-গায়॥

হরি-চন্দন-পঙ্কে লো সখি
শীতল করে দে জ্বালা,
দুলায়ে দে গলে বল্লভ-রূপী
শ্যাম পল্লব-মালা!
নীল কমল আর অপরাজিতার

শেজ্ পেতে দে লো কোমল বিথার,
পেতে দে শয্যা পেতে দে,
নীল শয্যা পেতে দে পেতে দে!
মোর শ্যামের স্মৃতির নীল শিখী-পাখা,
চূড়া বেঁধে কেশে গোঁথে দে!
পরাইয়া দে লো সখি
অঙ্গে নীলাম্বরী,
জড়াইয়া কালো বরণ
আমি যেন মরি॥

BANGLADARSHAN.COM

৫৬

কীর্তন

না মিটিতে মনোসাধ
যেয়ো না হে শ্যামচাঁদ
আঁধার করিয়া ব্রজধাম।
সোনার বরণী রাই
অঙ্গে মাখিয়া ছাই
দিশা নাই, কাঁদে অবিরাম॥

রাই অবিরাম কাঁদে হে
তারে কাঁদায় যে তারি তরে
অবিরাম কাঁদে হে॥

তারে বুঝালে বুঝে না
ধৈরয নাহি বাঁধে হে।
তারে ত্যজিয়া যাইবে শ্যাম
কোন অপরাধে হে॥

সে যে নয়ন মেলিতে হেরে তুমিময় সবি হে,
হেরে নয়ন মুদিলে শ্যাম তোমারি সে ছবি হে
রহি সুনীল গগন-তলে
ভুলিবে সে কোন ছলে
ও সুনীল রূপ অভিরাম।
রহি শ্যামল ধরার কোলে
ভুলিবে সে কোন্ ছলে
ও শ্যামল রূপ অভিরাম॥

সখা হে–
এখনো মাধবীলতা
কহেনি কুসুম-কথা
জড়াইয়া তরুর গলে,
এখনো ফোটেনি ভাষা,

BANGLADARSHAN.COM

আধ-ফোটা ভালবাসা
ঢাকা লাজ-পল্লব-তলে।
বলা হলো না হলো না,
বুকের ভাষা মুখে বলা যে হলো না।
না শুনে তা রসময়
যেয়ো না হে অসময়
অভিমান থাকে যদি মনে,
রাই যে কথা মুখে না বলে
হেরো তা চোখের জলে
বিদায়ে হেরো গো, যাহা
পেলে না মিলনে॥

সখা আমরা নারী, বল্‌তে নারি!
আমরা মনের কথা বল্‌তে নারি।
চির-নয়ন-জলে গল্‌তে পারি
তবু খুলে বলতে নারি।
মোরা নিজেরা নিজেই ছলতে পারি
মুখে তবু বল্‌তে নারি।
মোরা মরণ-কোলে ঢল্‌তে পারি
মুখ ফুটে তবু বলতে নারি॥

নবীন নীরদ-বরণ শ্যাম
জানিতাম মোরা তখনি,
ঐ করুণ সজল কাজল মেঘে
থাকে গো ভীষণ অশনি।
তুমি আগুন জ্বালিলে,
ওহে নিরদয়! বুকে কেন
আগুন জ্বালিলে।
বুকে আগুন জ্বালায়ে-চোখে
সলিল ঢালিলে!
তাহে আগুন নেভে কি?
চোখের জলে বুকের আগুন নেভে কি॥

BANGLADARSHAN.COM

কাঁদিসনে যমুনা নদী শুকাইয়া শোকে,
বাঁচিয়া রহিবি লো তুই শ্রীরাধার চোখে।
সেথা বইবি উজান,
তুই রাধার চোখে বইবি উজান,
তার দুই নয়নের দুকূল ছেপে
বক্ষ ব্যেপে বইবি উজান!
শুনিবি দুকূলে রোদন
শ্যাম শ্যাম নাম॥

BANGLADARSHAN.COM

৫৭

কীর্তন

তুমি কোন পথে এলে হে মায়াবী কবি
বাজায়ে বাঁশের বাঁশরি।
এল রাজ-সভা ছাড়ি ছুটি গুণিজন
তোমার সে সুরে পাশরি॥

তোমার চলার শ্যাম বনপথ
কদম-কেশর-কীর্ণ,
তুমি কেয়ার বনের খেয়া-ঘাটে হলে
গোপনে কি অবতীর্ণ?
তুমি অপরাজিতার সুনীল মাধুরী
দুচোখে আনিলে করিয়া কি চুরি?
তোমায় নাগ-কেশরের ফণি-ঘেরা মউ
পান করাল কে কিশোরী?

BANGLADARSHAN.COM

জনপুরী যবে কল-কোলাহলে
মগ্নোৎসব রাজসভাতলে,
তুমি একাকী বসিয়া দূর নদী-তটে
ছায়া-বটে বাঁশি বাজালে,
তুমি বসি নিরজনে ভাঁট ফুল দিয়া
বালিকা বাণীরে সাজালে॥

যবে রুদ্র আসিল ডম্বরু-করে
ত্রিশূল বিঁধিয়া নীল অম্বরে,
তুমি ফেলিয়া বাঁশরি আপনা পাশরি
এলে সে প্রলয়–নাটে গো,
তুমি প্রাণের রক্তে রাঙালে তোমার
জীবন-গোধূলি পাটে গো॥

হে চির-কিশোর, হে চির-তরুণ,
চির-শিশু চির-কোমল করুণ!

দাও অমিয়া আরো অমিয়া,
দাও উদয়-ঊষারে লজ্জা গো তুমি
গোধূলির রঙে রাঙিয়া!
প্রখর রবি-প্রদীপ্ত গগনে
তুমি রাঙা মেঘ খেলো আন্‌মনে,
উৎসব-শেষে দেউলাঙ্গনে
নিরালা বাজাও বাঁশরি,
আমি স্বপন-জড়িত ঘুমে সেই সুর
শুনিব সকল পাশরি॥

BANGLADARSHAN.COM

৫৮

ভীমপলশ্রী–কাওয়ালি

যে ব্যথায় এ অন্তর-তল হে প্রিয়
উঠিছে দুলে,
তারি ঢেউএ সংগীতে মোর মূরছায়
সুরের কূলে॥

ভালোবাস তোমরা যারে
দুদিনে ভোলো গো তারে,
শরতের সজল কালো মেঘ কেঁদে যাও
নিমেষে ভুলে॥

আমার হৃদি যারে চায়
নিয়ে যায় তারে অমরায়,
পূজি তায়, হে সুন্দর মোর, নিশিদিন
বাণী দেউলে॥

কঠিন পুরুষের মন
গলিয়া বহে গো যখন
বহে সে নদীর মতন চিরদিন,
রহে না ভুলে॥

BANGLADARSHAN.COM

৫৯

ভৈরবী–কার্ফা

থাক সুন্দর ভুল আমার
ছলনা-মধুর তব মন।
ভুল করে তুমি ‘ভালোবাসি’ বলে
দিও গো ভুলের হরষণ॥

মরীচিকা থাক, না থাকুক জল
ভোলাবে তৃষ্ণা সেই মায়া-ছল,
তাহারি আশায় আজো বাঁচি হায়,
মরুভূমে ধাই অনুখন॥

রাঙা রামধনু বৃষ্টির শেষে
জানি জানি প্রিয়, সত্য নহে সে,
নিমেষে উঠিয়া নিমেষে সে মেশে
তবু রেঙে ওঠে এ গগন॥

BANGLADARSHAN.COM

প্রভাত ভাবিয়া কাক-জ্যোৎস্নায়
জাগিয়া যেমন পাখি গান গায়
তেমনি পরান গেয়ে যাক গান
হোক সে অকাল-জাগরণ॥

৬০

ভৈরবী–দাদ্‌রা

এ কি সুরে তুমি গান শুনালে ভিন্‌দেশি পাখি।
এ যে সুর নহে, মদির সুরা, রে সুরের সাকি॥

বসি মোর জানালা পাশে
কেন বুক-ভাঙা নিরাশে,
যাও ভুম ভাঙায়ে নিতি সকরুণ সুরে ডাকি।
তোর ও সুরে কাঁদ্‌ছে ঊষা অস্ত চাঁদের গলা ধরে,
ভোর-গগনের কপোল বেয়ে শিশির-অশ্রু গড়িয়ে পড়ে॥

আমি রইতে নারি ঘরে,
আমার প্রাণ কেমন করে,
আমার মন লাগে না কাজে, জলে ভরে আঁখি॥

BANGLADARSHAN.COM

৬১

পাহাড়ি মিশ্র–দাদ্‌রা

আজিকে তনু মনে লেগেছে রঙ লেগেছে রঙ।
বধূর বেশে ধরা সেজেছে অভিনব ঢং॥

কাননে আলো-ছায়া
নয়নে রঙের মায়া,
দুলে দোদুল্‌ কায়া পরানে বাজিছে সারং॥

সে রঙের সাগর-কোলে
কত চাঁদ রবি দোলে,
বাজে গগন-তলে জলদ-তলে মেঘ-মৃদং॥

BANGLADARSHAN.COM

৬২

ধানী–হোরি ঠেকা

আজি দোল-ফাগুনের দোল লেগেছে
আমের বৌলে দোলন-চাঁপায়।
মৌমাছিরা পলাশ ফুলের গেলাস ভরে মউ পিয়ে যায়।
শ্যামল পাতার কোলে কোলে
আবির-রাঙা কুসুম দোলে,
দোয়েল শ্যামা লহর তোলে
কৃষ্ণচূড়ার ফুলেল শাখায়॥

বন-গোপিনী ফুল ছুঁড়ে ঐ
খেলে হোরি দখিন-বায়ে,
হলদে পাখি দোদুল্ দুলে
সোনাল শাখায় আদুল গায়ে।
ভাঁট-ফুলের এ নাট-দেউলে
রঙিন প্রজাপতি দুলে,
মন ছুটে যায় দূর গোকূলে
বৃন্দাবনে প্রেম-যমুনায়॥

BANGLADARSHAN.COM

৬৩

ভৈরবী মিশ্র–কার্ফা

কাহার তরে হায় নিশিদিন কাঁদে মন প্রাণ
জানে শুধু সেই, জানে আর হৃদি ব্যথা-ম্লান॥

কমল-পাতে যেন জল প্রণয় তার সই
বুলবুলি চপল ছলে যায় লতিকা-বিতান॥

জানে শুধু সে নিতে মন, দিতে জানে না,
দলিয়া চলে সে মুকুল, বারণ মানে না।
জীবন লয়ে খেলে সে মরণ-খেলা,
সকালে যারে চাহে তায় বিকালে হেলা।
কুসুম-সমাধি রচে সে নিঠুর পাষাণ॥

চাহি শুধু এই,–যেন সে বাসিয়া ভালো
এমনি ব্যথা পায় সে ওগো ভগবান॥

BANGLADARSHAN.COM

৬৪

খাম্বাজ—দাদ্‌রা

সামলে চলো পিছল পথ গোরী।
ভরা যৌবন তায় ভরা গাগরি॥

নীর ভরণে এসে সখি নদী-তীর
তীর খেয়ো না হৃদয়ে ডাগর আঁখির,
জলে ভাসিবে নয়ন কিশোরী॥

হৃদি নিঙাড়ি এ পথে প্রেমিক কত
সখি করেছে রুধির-পিছল এ পথ,
কেহ উঠিল না এ পথে পড়ি॥

তব ঘটের সলিল চাহিয়া সই
কত তৃষ্ণা-আতুর পথিক দাঁড়ায়ে ঐ,
মরু-ভূমে তুমি মেঘ-পরী॥

BANGLADARSHAN.COM

৬৫

পাহাড়ি মিশ্র–কার্ফা

আমার সোনার হিন্দুস্থান।
দেশ-দেশ-নন্দিতা তুমি বিশ্বের প্রাণ॥

ধরণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা তুমি আদি মাতা,
তব পুত্র গাহিল বেদ-বেদান্ত সাম-গাথা,
তব কোলে বারেবারে এল ভগবান॥

আদিম যুগের তুমি প্রথমা ধাত্রী,
তোমার আলোকে হলো প্রভাত রাত্রি,
সবে বিলাইলে অমৃত সংগীত জ্ঞান॥

সোনার শস্যে তব ঝলমল বর্ণ
অন্তরে মানিক্য-মণি-হীরা-স্বর্ণ,
তুমি বর্বরে করিয়াছ মানব মহান॥

BANGLADARSHAN.COM

হিংসা-দ্বেষ-ভোগ-ক্লান্ত এ বিশ্ব
আবার শিখিবে ত্যাগ, হবে তব শিষ্য,
তুমি বাঁচাবে সবারে করি অমৃত দান॥

৬৬

ভৈরবী–কার্ফা

আমার শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের
রূপ দেখে যা, আয় রে আয়।
গিরি-দরী-বনে-মাঠে প্রান্তরে রূপ ছাপিয় যায়॥

ধানের খেতে বনের ফাঁকে
দেখে যা মোর কালো মাকে
ধূলি-রাঙা পথের বাঁকে বৈরাগিনী বীণ বাজায়॥

ভীরু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় পল্লিগ্রামে একলাটি,
বিজন মাঠে গ্রাম সে বসায় নিয়ে কাদা খড় মাটি,
কাজল মেঘের ঝারি নিয়ে করুণা-বারি ছিটায়॥

কাজলা-দিঘির পদ্মফুলে যায় দেখা তার পদ্ম-মুখ,
খেয়ে বেড়ায় ডাকাত মেয়ে বনে লয়ে বাঘ ভালুক,
ঝড়ের সাথে নৃত্য মাতে, বেদের সাথে সাপ নাচায়॥

BANGLADARSHAN.COM

নদীর স্রোতে পাথর নুড়ির কাঁকন চুড়ি বাজে তার,
দাঁড়ায় সাঁঝের অলিন্দে সে টিপ পরে সন্ধ্যাতারার,
ঊষার গাঙে ঘট ভরিয়ে যায় সে মেয়ে ভোরবেলায়॥

হরিৎ শস্যে লুটায় আঁচল ঝিল্লিতে নূপুর বাজে
ভাটিয়ালি গায় ভাটির স্রোতে, গায় বাউল মাঠের মাঝে,
গঙ্গা-তীরে শ্মশান-ঘাটে কেঁদে কভু বুক ভাসায়॥

৬৭

মাঢ়–কার্ফা

লক্ষ্মী মা তুই আয় গো উঠে সাগর-জলে সিনান করি।
হাতে লয়ে সোনার ঝাঁপি, সুধার পাত্রে সুধা ভরি॥

আন মা আবার আঁচলে তোর নবীন ধানের মঞ্জরি সে,
টুনটুনিতে ধান খেয়েছে, খাজনা মাগো দিব কিসে,
ডুবে গেছে সপ্ত ডিঙা, রত্ন-বোঝাই সোনার তরী॥

ক্ষীরোদ-সাগর-কন্যা যে তুই, খেতে দে ক্ষীর সর মা আবার,
পান্তা লবণ পায় না ছেলে, রাজরানি মার এ কোন বিচার,
কার কাছে মা নালিশ করি, অনন্ত শয়নে হরি॥

তোরও কি মা ধরল ঘুমে নারায়ণের ছোঁয়াচ লেগে,
বর্গি এল দেশে মা গো, খোকারা তোর কাঁদে জেগে,
তুই এসে তায় ঘুম পাড়া মা হাতে দিয়ে ঝিনুক কড়ি॥

BANGLADARSHAN.COM

কোন দুখে তুই রইলি ভুলে বাপের বাড়ি অতল-তলে
ব্যথার সিন্ধু মন্থন শেষ, ভর্‌ল যে দেশ হলাহলে,
অমৃত এনে সন্তানে বাঁচা, মা তোর পায়ে ধরি॥

৬৮

ভাটিয়ালি–কার্ফা

সাত ভাই চম্পা জাগো রে, ঐ পারুল তোদের ডাকে।
ভাই আর কত ঘুমাবি সবুজ পাতা-ঘেরা শাখে॥

কি জাদু করিল তোদের বিদেশি সৎ-মায়ে,
রাজার দুলাল ঘুমিয়ে আছিস আঁধার কানন-ছায়ে,
নিজেরা না জাগলে কবে মুক্ত করবি মাকে॥

তোদের বন এনেছে জিয়ন-কাঠি প্রাণের পরশ-মণি,
মায়া-নিদ্রা ভোলাতে ঐ গায় সে জাগরণী।
গুবরে পোকায় মউ খেয়ে যায় তোদের ঐ মৌচাকে॥

তোদের চাঁপা রঙে চাপা আছে অরুণ-কিরণ-রেখা
তোরা জাগবি রে যেই, অমনি পাবি দিনমণির দেখা;
বোনের সাথে ভাই জাগিলে ভয় করি আর কাকে॥

BANGLADARSHAN.COM

৬৯

বাউল—নবতাল

গেরুয়া-রঙ মেঠো পথে বাঁশরি বাজিয়ে কে যায়।
সুরের নেশায় নুয়ে পড়ে ভুঁই-কদম তার পায়ে জড়ায়॥

সুর শুনে তার সাঁঝের ঠোঁটে,
বাঁকা শশীর হাসি ফোটে
গো-পথ বেয়ে ধেনু ছোটে
রাঙা মাটির আবির ছড়ায়॥

গগন-গোঠে গ্রহ তারা
সে সুর শুনে দিশাহারা,
হাটের পথিক ভেবে সারা
ঘরে ফেরার পথ ভুলে যায়॥

BANGLADARSHAN.COM

জল নিতে নদীকূলে
কুলবালা কুল ভুলে,
সন্ধ্যাতারা প্রদীপ তুলে
বাঁশুরিয়ার নয়নে চায়॥

৭০

কীর্তন

তোরা যা লো সখি মথুরাতে
দেখে আয় কেমন আছে শ্যাম।
তোরা কুবুজা-সখার কাছে
নিসনে লো নিসনে রাধা নাম॥

তারে রাধার কথা
স্মরণ করায়ে দিয়ে দিসনে লাজ দিসনে ব্যথা।
বড়্ বাজবে ব্যথা,
মোর শ্যাম যদি লো পায় ব্যথা তার দ্বিগুণ ব্যথা বাজবে বুকে
সে অভাগিনী রাধায় ভুলে যে দেশে হোক আছে সুখে॥

সখি গো–
দেখে তোরে বিন্দে লো, বৃন্দাবনের কথা
গোবিন্দ শুধায় সে যদি,
(সখি লো),
বলিস–হে মাধব, মাধবী-কুঞ্জ তব ভেঙে গেছে
শুকায়েছে যমুনা নদী
(সখি হে)।
যমুনা শুকাইয়া শ্যাম তব শোকে হে,
লভিয়াছে আশ্রয় শ্রীরাধার চোখে হে।
ব্রজে বাজে নাকো বেণু, চরে নাকো ধেনু,
ফুল-দোল-রাস বন্ধ,
আর ময়ূর নাচে না তমাল-চূড়ায়,
কেঁদে লুটায় যশোদা-নন্দ।
বলিস্–তুমি আসার সাথে শ্যাম
পুড়ে গেছে ব্রজধাম
গেছে জ্বলিয়া পুড়িয়া
গেছে গোকুলের খেলাঘর অকূলে ভাসিয়া।

BANGLADARSHAN.COM

বলিস্–কি হবে শুনে সে কথা
তুমি রাখাল নও তো আর,
এখন তুমি রাজাধিরাজ, এখন তুমি কুবুজার॥

BANGLADARSHAN.COM

৭১

সিন্ধু কাফি–যৎ

জাগো শ্যামা জাগো শ্যামা
আবার রণ-চণ্ডী সাজে
তুই যদি না জাগিস মা গো
ছেলেরা তোর জাগবে না যে॥

অন্নদা তোর ছেলে-মেয়ে
অন্নহারা ফেরে ধেয়ে,
বাঁচার অধিক আছি মরে, দেখে কি প্রাণে কি বাজে॥

শ্মশান ভালোবাসিস যে তুই
ভূ-ভারত আজ হলো শ্মশান,
এই শ্মশানে আয় মা নেচে,
কঙ্কালে তুই জাগা মা প্রাণ।

BANGLADARSHAN.COM

চাই মা আলো মুক্ত বায়ু
প্রাণ চাই, চাই পরমায়ু
মোহ-নিদ্রা ত্যাগ কর মা
শিব জাগা তুই শবের মাঝে॥

৭২

কাজরী–দাদ্‌রা

বিজলি চাহনি কাজল কালো নয়নে।
রহি রহি কেন হানিছ ক্ষণে ক্ষণে॥

ভীরু প্রণয় মম
ঝড়ের পাখির সম
শরণ মাগে তোমার মনো-বনে॥

আমার প্রণয় প্রদীপ-শিখা তোমার শ্বাসে থেকে থেকে
কেঁপে মরে, ওগো প্রিয়, বাঁচাও তারে আঁচল ঢেকে।

ধ্যান যাহার ওই রাঙা চরণ, বেঁধো না তায় বেণীর ফাঁদে;
কি হবে পিঞ্জরে রাখি বেঁধেছে যায় বাহুর বাঁধে;
কেন হানো আঘাত যে হেরে আছে রণে॥

BANGLADARSHAN.COM

৭৩

খাম্বাজ-পিলু–দাদ্‌রা

খ্যাপা হাওয়াতে মোর আঁচল উড়ে যায়।
চলিতে নারি পথে দাঁড়ায়ে নিরুপায়॥

খুলে পড়ে গো বাজুবন্দ্‌ ধরিতে আঁচল,
কোন্‌ ঘূর্ণি বাতাস এল ছন্দ-পাগল,
লাগে নাচের ছোঁয়া দেহের কাচ-মহলায়।
হয়ে পায়েলা উতলা সাধে ধরিয়া পায়॥

খুলিয়া পড়ে খোঁপা, কবরী ফুলহার,
হাওয়ার রূপে গো এল কি বঁধু আমার,
এমনি দুরন্ত আদর সোহাগ তার,
এ কি পুলক-শিহরণে পরান মুরছায়॥

BANGLADARSHAN.COM

৭৪

পাহাড়ি–দাদ্‌রা

মোর হৃদি-ব্যথার কেউ সাথী নাহি।
লয়ে আহত প্রাণ একা গান গাহি॥

দিবস বরষ মাস
বুকে চাপি হা-হুতাশ
চলি মরুপথে মেঘ-ছায়া চাহি॥

কানন রচি বৃথা, কুসুম নাহি ফোটে,
বাসি হয় গাঁথা মালা পথের ধুলায় লোটে,
কবে বহিবে নিঝর-ধারা পাষাণ বাহি॥

BANGLADARSHAN.COM

৭৫

সিন্ধুমিশ্র–দাদ্‌রা

সাগর হতে চুরি ডাগর তব আঁখি।
গভীর চাহনিতে করুণা মাখামাখি॥

শফরী সম তাহে ভাসিছে আঁখি-তারা,
তাহারি লোভে যেন উড়িছে ভুরু-পাখি॥

দুলে তরঙ্গ তাহে কভু ঘোর কভু ধীরে
আঁখির লীলা হেরি আঁখিতে আঁখি রাখি॥

ভীরু হরিণ চোখে অশনি হানো কেন,
শারাব-পিয়ালাতে জহর কেন সাকি॥

আঁখির ঝিনুকে কবে ফলিবে প্রেম-মোতি,
ডুবিবে আঁখি-নীরে সেদিনের নাহি বাকি॥

BANGLADARSHAN.COM

৭৬

মান্দ্‌মিশ্র–কার্ফা

সুরের ধারার পাগল-ঝোরা
নামিল সখি মোর পরানে
যেন কাহারবায় গজল কে গায়
সাকির সাথে গুল্‌-বাগানে॥

ভরি মোর নিশীথ নিঝুম
বাজে নূপুর কার রুমুঝুম্‌
মোর চোখে নাহি ঘুম,
পাষাণ টুটে লো যায় ছুটে।
মন-তটিনী মোর সাগর পানে॥

পানসে চাঁদের জোছনাতে ঐ বেলের কুঁড়ি মুঞ্জরে,
মোর মন যেতে চায় ফুল-বিছানো বকুল-বীথির পথ ধরে।
আজ চাইবে যে, দিব তাকে
সই ফুল ছুঁয়ে এই আপনাকে,
বাহির আমায় ডাক দিয়েছে আর কি ঘরে মন থাকে।
অরুণ রাগে হৃদয় জাগে,
ভাসিয়া যাব নৃত্যে গানে॥

BANGLADARSHAN.COM

৭৭

বেহাগ খাম্বাজ—কার্ফা

নাচন লাগে ঐ তরুলতায় পাতায় ফুলে।
ফুল-শৌখিন দখিন হাওয়া
নাচে সাথে দুলে দুলে॥

নাচে অধির-মতি,
রঙিন-পাখা প্রজাপতি,
বন দুলায়ে মন ভুলায়ে।
ঝিল্লি-নূপুর বাজায়ে
নাচে বনে নিশীথিনী এলোচুলে॥

মৃণাল-তনু কমল নাচে এলো খোঁপায় নীল জলে,
ঝুমুর ঝুমুর ঘুমুর বাজায় নির্ঝর পাষাণ-তলে।

BANGLADARSHAN.COM

বাদলা হাওয়ায় তালবনা ঐ বাজায় চটুল দাদ্‌রা তাল,
নদীর ঢেউ-এ মৃদং বাজে, পানসি নাচে টালমাটাল।
নেচে নেচে গ্রহতারা দিশাহারা নটরাজের নাট-দেউলে॥

৭৮

জংলা–কার্ফা

দিল দোলা দিল দোলা
কোন দখিন হাওয়া গজল-গাওয়া
কুসুম-ছাওয়া বনে।
ওঠে চমকি চমকি পরান ক্ষণে ক্ষণে॥

ফুল-বধূদের মধু যেচে
বেড়ায় হিয়া নেচে নেচে,
দেখেছিলাম স্বপনে যায়
পেয়েছি তায় আজকে জাগরণে॥

কূল ছাপিয়ে মন-তটিনী নটিনীর বেশে
দুলে দুলে যায় ভেসে।
বসন ভূষণ আজি শাসন নাহি মানে
খুশির তুফানে।
আপনাকে কার পায়ে
দিতে চাহি বিলায়ে,
চাই কুঞ্জপথে ঝরে যেতে
ঝরা ফুলের সনে॥

BANGLADARSHAN.COM

৭৯

বাউল–কার্ফা

মা ষষ্ঠী গো, তোর গুষ্টির পায়ে পড়ি।
আর অস্থির করিসনে মা আমায় দয়া করি॥

ষষ্ঠী মা, তোর কৃপার চেয়ে যষ্টি-প্রহার ভালো,
কৃপা যদি করলি মা গো, মেয়েগুলোই কালো!
শিলাবৃষ্টির মতো যে তোর কৃপা পড়ে ঝরি॥

ছাদে বারান্দায় উঠানে ধরে না লেপ কাঁথা,
খোরোসানি গন্ধে মা গো নাড়ি করে ব্যথা,
রাত্রিবেলায় গুনতে–মাথায় খুন যায় যে চড়ি॥

পূর্বজন্মে ছিলেন গিন্নি সগর রাজার রানি,
যত বলি আন্নাকালি ততই কি আমদানি!
মা গো কাঁঠাল গাছকে হার মানাল আমার প্রাণেশ্বরী॥

BANGLADARSHAN.COM

কসুর করেছিলাম মা গো শ্বশুরকন্যে এনে,
আর ঘোড়া ছুটাবি কত, ধর এবার রাশ টেনে,
মানুষ না রেলগাড়ি আমি তাই ভেবে মা মরি॥

ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভের প্রথমটি বাদ দিয়ে
দিলি সবই, এবার ফিরে যা মা বেরাল নিয়ে।
কালো মেয়ের পারের মাশুল দে মা শাদা কড়ি॥

৮০

ছায়ানট—দাদ্‌রা

হিন্দু-মুসলমান দুটি ভাই
ভারতের দুই আঁখি তারা
এক বাগানে দুটি তরু দেবদারু আর কদম-চারা॥

যেন গঙ্গা সিন্ধু নদী
যায় গো বয়ে নিরবধি,
এক হিমালয় হতে আসে, এক সাগরের হয় গো হারা॥

বুল্‌বুল্‌ আর কোকিল পাখি
এক কাননে যায় গো ডাকি,
ভাগীরথী যমুনা বয় মায়ের চোখের যুগল ধারা॥

ঝগড়া করে ভায়ে ভায়ে
এক জননীর কোল লয়ে
মধুর যে এ কলহ ভাই পিঠোপিঠি ভায়ের পারা॥

BANGLADARSHAN.COM

পেটে-ধরা ছেলের চেয়ে চোখে ধরার মায়া বেশি,
অতিথি ছিল অতীতে, আজ সে সখা প্রতিবেশী।
ফুল পাতিয়ে গোলাপ বেলি
একই মায়ের বুকে খেলি,
পাগলা তারা, আহা ভগবানে ভাবে ভিন্ন যারা॥

৮১

ভৈরবী—একতালা

মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।
মুসলিম তার নয়ণ-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ॥

এক সে আকাশ মায়ের কোলে
যেন রবি শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ির টান॥

এক সে দেশের খাই গো হাওয়া, এক সে দেশের জল,
এক সে মায়ের বক্ষে ফলে এক ফুল ও ফল।
এক সে দেশের মাটিতে পাই
কেউ গোরে কেউ শ্মশানে ঠাঁই,
মোরা এক ভাষাতে মা'কে ডাকি, এক সুরে গাই গান॥

BANGLADARSHAN.COM

চিনতে নেরে আঁধার রাতে করি মোরা হানাহানি,
সকাল হলে হবে রে ভাই ভায়ে ভায়ে জানাজানি।
কাঁদব তখন গলা ধরে,
চাইব ক্ষমা পরস্পরে,
হাসবে সেদিন গরব ভরে এই হিন্দুস্থান॥

৮২

ইমন মিশ্র—একতালা

মানবতাহীন ভারত শ্মশানে দাও মানবতা, হে পরমেশ!
কি হবে লইয়া মানবতাহীন ত্রিশ কোটি এই মানুষ-মেষ॥

কালের পুতুল এরা প্রাণহীন
পাষাণ আত্মবিশ্বাস-হীন,
নিজেরে ইহারা চিনে না, কেমনে চিনিবে ইহারা নিজের দেশ॥

ফিরিছে শ্মশানে যেন প্রেত-পাল,
নর নাই, শুধু নর-কঙ্কাল,
এই চির-অভিশপ্তের মাঝে জাগাও হে প্রভু প্রাণের রেশ॥

ভায়ে ভায়ে হেথা নাহি প্রেম-বোধ,
কেবলি কলহ কেবলি বিরোধ,
দেয়ালের পরে তুলিয়া দেয়াল নিজেরে নিজেরা করিছে শেষ
হে দেশ-বিধাতা, দূর করো এই লজ্জা ও গ্লানি, এ দীন বেশ॥

BANGLADARSHAN.COM

৮৩

কানাড়া মিশ্র—একতালা

উদার ভারত! সকল মানবে
দিয়াছ তোমার কোলে স্থান।
পার্শি জৈন বৌদ্ধ হিন্দু
খ্রিস্টান শিখ মুসলমান॥

তুমি পারাবার, তোমাতে আসিয়া
মিলেছে সকল ধর্ম জাতি,
আপনি সহিয়া ত্যাগের বেদনা
সকল দেশের করেছে জ্ঞাতি;
নিজেরে নিঃস্ব করিয়া, হয়েছ
বিশ্ব-মানব-পীঠস্থান॥

BANGLADARSHAN.COM

নিজ সন্তানে রাখি নিরন্ন
অন্য সবারে অন্ন দাও,
তোমার স্বর্ণ রৌপ্য মানিকে
বিশ্বের ভাণ্ডার ভরাও;
আপনি মগ্ন ঘন তমসায়
ভুবনে করিয়া আলোক দান॥

বক্ষে ধরিয়া কত সে যুগের
কত বিজেতার গ্লানির স্মৃতি,
প্রভাত আশায় সর্বসহা মা
যাপিছ দুখের কৃষ্ণা তিথি,
এমনি নিশীথে এসেছিল বুকে
আসিবে আবার সে ভগবান॥

৮৪

মালগুঞ্জ—জলদ্ তেতালা

ত্রিংশ কোটি তব সন্তান ডাকে তোরে।
ভুলে আছিস দেশ-জননী কেমন করে॥

ব্যথিত বুকে মা গো তোমার মন্দির গড়ি
করি পূজা আরতি কত যুগ যুগ ধরি,
ধূপ পুড়েছে মা গো, চন্দন শুকায়ে যায়,
আয় মা আয় পুন রানির মুকুট পরে॥

দুখের পসরা মা আর যে বহিতে নারি,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া শুকায়েছে আঁখি-বারি,
এ গ্লানি লজ্জা মা সহিতে নাহি পারি,
বিশ্ব-বন্দিতা এস দুখ-নিশি ভোরে॥

BANGLADARSHAN.COM

অতীত মহিমা লয়ে এস মহিমাময়ী,
হীনবল সন্তানে কর মা ভুবন-বিজয়ী,
দুখ-তপস্যা মা কবে তব হবে শেষ,
আয় মা নব-আশা রবির প্রদীপ ধরে॥

৮৫

ভৈরবী–দাদ্‌রা

আজ ভারতের নব আগমনী
জাগিয়া উঠেছে মহাশ্মশান।
জাগরণী গায় প্রভাতের পাখি,
মরুতে বসেছে ফুল-বাথান॥

টলেছে অটল হিমালয় আজি,
সাগরে শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি,
হলাহল শেষে উঠিছে অমৃত
বাঁচাইতে মৃত মানব-প্রাণ॥

আঁধারে করেছে হানাহানি যারা
আলোকে চিনেছে আত্মীয় তারা,
এক হয়ে গেছে খ্রিস্টান শিখ
পার্শি হিন্দু মুসলমান॥

BANGLADARSHAN.COM

ধ্যানের ভারত নবরূপ ধরে
গড়িয়া উঠিছে গৌরব ভরে,
বিদূরিত হবে বিশ্বে এবার
হিংসা দ্বন্দ্ব অকল্যাণ॥

এই তাপসীর চরণের তলে
পাইয়াছে জ্ঞান-আলোক সকলে,
প্রণাম করিয়া দেশ দলে দলে,
আসিবে করিতে তীর্থস্থান॥

৮৬

ভৈরবী–কাশ্মীরী খেম্‌টা

নাইয়া! ধীরে চালাও তরণী।
একে ভরা ভাদর তায় বালা মাতোয়ালা
মেঘলা রজনী॥

হায় পারে নেওয়ার ছলে নিলে মাঝ-নদীতে,
যৌবন-নদী টলমল নারি রোধিতে,
ঐ ব্যাকুল বাতাস হরি নিল লাজ বাস,
তায় চঞ্চল-চিত যে তুমি চাহ বধিতে,
পায়ে ধরি ছাড়ো বঁধু
আমি পরের ঘরের ঘরনি॥

তরঙ্গ ঘোর রঙ্গ করে, অঙ্গে লাগে দোল,
একি এ নেশার ঘোরে তনু মন আঁখি লোল।

BANGLADARSHAN.COM

দুলিছে নদী দুলে বায়ু দুলিছে তরী,
কেমনে থির রাখি মোর চিত উতরোল।
ওঠে ডিঙি পানসি ভরি বারি কি করি
কিশোরী রমণী॥

৮৭

মিশ্র খাম্বাজ–কার্ফা

প্রিয়ার চেয়ে শালি ভালো,
বাবার চেয়ে মামা।
ডাইনের চেয়ে ডুগি ভালো
অর্থাৎ কিনা বামা॥

একশালা-সে দোশালা আচ্ছা,
চণ্ডুর চেয়ে গাঁজা,
‘তেনার’ চেয়ে ভালো ‘তেনার’
হাত দিয়ে পান সাজা,
ধাক্কার চেয়ে গুঁতো ভালো
উকোর চেয়ে ঝামা॥

BANGLADARSHAN.COM

টিকির চেয়ে বেণী ভালো,
ধুতির চেয়ে শাড়ি,
পাঁঠার চেয়ে মুরগি ভালো,
থানার চেয়ে ফাঁড়ি,
ঠুঁটোর চেয়ে নুলো ভালো,
প্যান্ট চেয়ে পায়জামা॥

পেয়াদার চেয়ে যম ভালো ভাই
শালের চেয়ে বাঁশ,
দাড়ির চেয়ে গুম্ফ ভালো
আঁটির চেয়ে শাঁস,
ছেলের চেয়ে ছালা ভালো,
পেতের চেয়ে ধামা॥

পাকার চেয়ে কাঁচা ভালো
কালোর চেয়ে ফর্সা,

পেত্নির চেয়ে ভূত ভালো ভাই
ছাড়বার থাকে ভরসা।
ঝগড়ার চেয়ে রগ্‌ড়া ভালো,
কাল্লুর চেয়ে গামা॥

BANGLADARSHAN.COM

৮৮

জংলা–কার্ফা

কেরানি আর গরুর কাঁধ
এই দুই-ই সমান দাদা।
এক লাগাড়ে জোয়াল বাঁধা
টানছে খেয়ে নুন আদা॥

দুইজনে যা জাব্‌না পায়
দশগুণ তার নাদ্‌না খায়,
হটর হটর টানছে গাড়ি
মানে নাকো জল কাদা॥

দুইজনাতে কথায় কথায়
পাঁচন-গুঁতো ন্যাজা মলা খায়,
ছ্যাক্‌ড়া টানে বোঝা-ও বহে
কভু ঘোড়া কভু গাধা॥

BANGLADARSHAN.COM

বড় সাহেব আর গাড়োয়ান
দুই স্যাঙাৎই এক সমান,
হতে নাহি পারে হবেও নাকো
এমন সম্বন্ধ পাতান,
গরিবের বৌ বৌদি সবার
বলে নে বাপ, নেই বাধা॥

৮৯

পিলু খাম্বাজ–কার্ফা

শা আর শুঁড়ি মিলে
শাশুড়ি কি হয় গো।
শ্যাম-প্রেমে বাধা দেয়
স্বামী তারে কয় গো॥

নয় নদী মিলে হয় ননদী সে দজ্জাল,
জুতো জামা-ই সার যার–জামাই সে মহাকাল,
যার কসুর হয় না সে শ্বশুর মহাশয় গো॥

সে ভাদ্দর-বউ, যার ভাদ্দর মাসে বিয়ে,
দেবর সে জন, দেয় বর যে দাদারে দিয়ে।
ভাসুর সে, অসুরের মতো যারে ভয় গো॥

BANGLADARSHAN.COM

বেহায়া চশম-খোর, তাই কি বেহাই কই,
পিষিয়া মারেন বলে নাম কি পিসিমা ঐ,
সবারই সে ভাগ নেয় ভাগনেরই জয় গো॥

৯০

খাম্বাজ–লোফা

তোমায় আমায় ও প্রেয়সী
মিল খেয়েছে, রাজ-যোটক।
আমি যেন গোদা চরণ
তুমি তাহে বিস্ফোটক॥

আমি কুমড়ো তুমি দা,
আমি কাঁচকলা তুমি আদা,
তুমি তেজি আমি ম্যাদা,
আমি সাপ, তুমি বেজি যেন, বাপ!
তুমি হস্তিনী আমি ঘোটক॥

তুমি বঁটি, আমি চিচিঙ্গে,
আমি চিল, পিছে তুমি ফিঙে,
আমি টিঙটিঙে তুমি ডিঙডিঙে!
আমি ভেতো বাঙালিটি, তুমি যেন বর্গি ঠগ॥

BANGLADARSHAN.COM

আমি দাড়ি তুমি খুর,
তুমি সাপ আমি ন্যাজুড়,
তুমি মাফ, আমি কসুর,
আমি ভাঙা ডোঙা কলার ভেলা,
তুমি খিদিরপুরি ডক॥

তুমি বঁড়শি আমি মাছ,
আমি মোম তুমি আগুন-আঁচ,
তুমি হিরে আমি কাচ,
তুমি আর জন্মে স্বামী হয়ো,
আমায় দিও পাদোদক॥

৯১

সোহিনী বসন্ত—কার্ফা

ছিটাইয়া ঝাল নুন এল ফাল্গুন মাস।
কাঁচা বুকে ধরে ঘুণ, শ্বাস ওঠে ফোঁস ফোঁস॥

শিমুল ফলের মতো ফটাফট্ ফাটে হিয়া,
প্রেম-তুলো বের হয়ে গো ছড়াইয়া,
সবে বালিশ ধরিয়া করে ছটফট হাঁসফাঁস॥

চিবুতে সজনে খাড়া সজনীরা ভুলে যায়,
আনাগোনা করে প্রেম পরানের দরজায়,
হৃদয়ের ইঞ্জিনে গ্যাস ওঠে ভোঁস ভাঁস॥

কচি আম-ঝোল-টক খাইয়া গিন্নি মায়
বৌঝির সাথে করে টক্ষাই টক্ষাই!
আইবুড়ো আইবুড়ি জল গেলে ছ-গেলাস॥

BANGLADARSHAN.COM

বিরহিনীদের আঁখি-কলসি হয়েছে ফুটো,
গাধাও আজ গাহে গান ফেলিয়া ঘাসের মুঠো,
নোনা-পাকা মন বলে, কবে আসে তালশাঁস॥

৯২

পিলু–দাদ্‌রা

কহ প্রিয়ে, কেমনে এ রাতি কাটাই।
কহিতে শরমে বাধে, তামুক যে নাই॥

প্রাণ করে আঁকুপাঁকু,
কোথায় গেলে পাই তামাকু,
পেটে যেন চলে মাকু
বুক করে আইঢাই।
তামাকু যে নাই॥

বসে আছি নৈচে ধরে
শূন্য কলকে শূন্যে তুলে,
ধোঁওয়া বিনে চোঁওয়া ঢেকুর
ঠেলে ওঠে কণ্ঠ-মূলে।
প্রাণের দায়ে খেতে হবে
চেঁছে হুঁকোর কাই।
তামাকু যে নাই॥

হুঁকোর জলের গন্ধ শুঁকে
কোনরূপে কাটত এ-রাত
ছুঁচো তাড়াইতে তাহাও
শেষ করেছ, হায় রে বরাত!
গুল থাকলেও হতো উপায়,
দাঁত মেজেছ তাই দিয়ে, হায়!
রংপুরে তোমার বাড়ি ভেবেও শান্তি পাই॥

BANGLADARSHAN.COM

৯৩

কাফি–ঝাঁপতালা

বুকের ভিতর জ্বলছে আগুন
দমকল ডাক ওলো সই।
শিগগির ফোন কর বঁধুরে
নইলে পুড়ে ভস্ম হই॥

অনুরাগ দেশলাই নিয়ে
প্রেমের স্টোভ জ্বালতে গিয়ে,
আমার প্রাণের খোড়ো ঘরে
লাগল আগুন ঐ লো ঐ॥

প্রেমের কেরোসিন যে এত
অল্পে জ্বলে, জানিনে তো!
কি দাবানল জ্বলছে বুকে
জানবে না কেউ আমি বই॥

BANGLADARSHAN.COM

প্রণয় প্রীতির তোষক গদি
রক্ষে করতে চায় সে যদি,
তারে আনতে বলিস মনে করে
আদর সোহাগ–বালতি মই॥

৯৪

পিলু–কার্ফা

একি হাড়-ভাঙা শীত এল মামা।
যেন সারা গায়ে ঘষে দিচ্ছে ঝামা॥

হইয়া হাড়-গোড় ভাঙা দ
ক্যাঙারুর বাচ্চা যেন গো,
সেঁধিয়ে লেপের পেটে
কাঁপিয়া মরি, ভয়ে থ!
গিন্নি ছুটে এসে চাপা দেয় যে ধামা॥

বাঘা শীত, কাঁপি থরথর,
যেন গো মালোয়ারির জ্বর,
বেরালে আঁচড়ায় যেন
শাণিয়ে দন্ত নখর,
মা গো দাঁড়াতে নারি, চলি দিয়ে হামা॥

BANGLADARSHAN.COM

হাঁড়িতে চড়িয়ে আমায়
উনুনে রাখো গো ত্বরায়,
পেটে মোর ভরিয়া তুলো
বালাপোষ করো গো আমায়!
হলো শরীর আমার ফেটে মহিষ-চামা।
ওরে হরে! নিয়ে আয় মোজা পায়জামা॥

৯৫

বেহাগ মিশ্র–দাদ্‌রা

আমি দেখন-হাসি।
আমায় দেখলে পরে হাসতে হাসতে
পেয়ে যাবে কাশি॥

আমি হাসির হাঁসলি ফিরি করি,
এলে আমার হাসির দেশে
বুড়োরা সব ছোঁড়া হয়, হেসে
ছোঁড়ারা যায় টেসে!
আমার হাঁস-খালিতে বাড়ি
আমি হাস্নুহানার মাসি॥

এলে আমার হাসির হেঁসেলে,
তার হাঁসফাঁসানি লেগে
অন্তে শুধু দন্ত থাকে
শরীরটা যায় ভেগে!
আমি পাতিহাঁসির আণ্ডা বেচি,
আর হাসির ময়দা থাঁসি॥

সে-দিন পথে যাচ্ছিল সব রাজার হাতি উট
আমায় দেখে হাসতে হাসতে চোঁ চোঁ দিলে ছুট্,
হেসে পালিয়ে দড়ি ছিঁড়ে মটরু মিঞার হাসি॥

BANGLADARSHAN.COM

৯৬

চতুরঙ্গ

রাম-ছাগী গায় চতুরঙ্গ বেড়ার ধারে।
গাইয়ে ষাঁড়-সাথে বাছুর হাম্বা রবে
ভীষণ নাদ ছাড়ে,
ফেটে বুঝি গেল কান, প্রাণে মারে!
শুনিয়া হাই তোলে ভেউ ভেউ রোলে–
ভুলোটা পগার-পারে॥

তেলেনা:–ডিম নে রে, তা দেরে, আমি না রে,
তুই দে রে; নেরে রে ডিম, দে রে তা,
তা দে না,
ওদের না না, তাদের না না, তুই
দে রে ডিম!
ওদের নাড়ি তাদের নারী দেদার নারী,
দে রে নারী, যা ধেৎ, টানাটানি!
সর্‌গম–ধা পা র ধা রে গা, গা রে গা ধা,
গা রে গা ধা, নি ধা মা মা
পা রে নি, মা রে গা, সা রা শা মা।

তবলার বোল:–ভেগে যা, মেগে খা, মেরেকেটে খা,
মেরে কেটে খা, তেড়ে ধরে কাট দুম,
ধরে কেটে রাখুন না রাখুন না,
নাক ধরে টান, কান দুটি যাক,
শুধু কাটা থাক দুম॥

BANGLADARSHAN.COM

৯৭

কীর্তন

আমার হরিনামে রুচি
কারণ পরিণামে লুচি
আমি ভোজনের লাগি করি ভজন।
আমি মালপো-র লাগি তলপি বাঁধিয়া
এ কল্প-লোকে এসেছি মন॥

‘রাধা-বল্লভী’ লোভে পূজি রাধা-বল্লভে,
রস-গোল্লার লাগি আসি রাস-মোচ্ছবে!
আমার গোল্লায় গেছে মন রস-গোল্লায় গেছে মন!

ও তো রসগোল্লা কভু নয়
যেন ন্যাড়া-মাথা বাবাজি থালাতে হয়েন উদয়!
গজা দেখে প্রেম যে গজায় হৃদিতলে রে,
পানতোয়া দেখে প্রাণ নাচে হরি বলে রে!
ঐ গোলগাল মোয়া মায়াময় এই সংসার দেয় ভুলিয়ে,
আর ক্ষীরের খোয়াতে খোয়াইতে কুল মন ওঠে চুল্‌বুলিয়ে!

মনে বলে হরি হরি হাত বলে হরো হে
অরসিকে তেড়ে আসে বলে ওহে ধরো হে!
সংসারেতে ভক্ত শুধু রাঁধুনি ও ময়রাই–
সেই দুই ভাই আজি এসেছে রে!
যারা ময়দা পেয়ে মাল্‌পো বিলোয়
সে দুই ভাই আজি এসেছে রে!
আমি চিনি মেখে গায়ে যোগী হবো দাদা যাব ময়রার দেশে
রস– করার কড়াই-এ ডুবিয়া মরিব গলে সন্দেশ ঠেসে।
ভোজন-ভজহরির শোনো এই তথ্য
গো-ময় সংসারে ভোজনই সত্য॥

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM